20954 - বদনজররে স্বরূপ, এর থকেে সুরক্ষার উপায়সমূহ ও এর চকিৎিসা

প্রশ্ন

বদনজর কী? আমি এই ওয়বেসাইটে উক্ত পরভিাষাটি বহুবার পড়ছেি। দয়া করে এটি ব্যাখ্যা করে বলবনে।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

বদনজর সত্য। শরীয়ত ও ইন্দ্রয়িগ্রাহ্য বাস্তবতার দ্বারা এটি প্রমাণতি। এর থকেে সতর্ক থাকা তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী নয়। এর থকেে সুরক্ষার উপায়: আল্লাহর উপর নর্িভর করা, তাঁর কাছে ধর্ণা দওেয়া এবং নয়িমতি যকিরি-আযকার ও তাউজ পড়া (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস)। এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর চকিৎিসার উপায় হলো: রুকইয়া করা, যে ব্যক্তি নজর লগেছে তার গোসলকৃত পানি আক্রান্ত ব্যক্তরি উপর ঢলেে দওেয়া। এর বস্তিারতি ববিরণ উত্তরে পড়ুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বদনজররে স্বরূপ ও এর প্রভাব

বদনজর সম্পর্কতি কছিু প্রশ্নোত্তর ও ফতোয়া নম্বিরূপ, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তনিি যনে এ ফতোয়াগুলোর দ্বারা কল্যাণ দান করনে।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

বদনজররে স্বরূপ কী? আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “আর হংিসুকরে অনষ্টি থকেে (আশ্রয় চাই) যখন সে হংিসা করে”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “কবরে যাওয়া মানুষদরে এক-তৃতীয়াংশ বদনজররে কারণে” শীর্ষক হাদসিটি কি সহহি? যদি কোনো মানুষ কারো হংিসার ব্যাপারে সন্দহে করে, তখন সে মুসলমিরে কী বলা ও কী করা উচতি? যে ব্যক্তি বদনজর দয়িছেে তার গোসলরে পানি দয়িে কি আক্রান্ত ব্যক্তরি চকিৎিসা করা যায়? এ পানি কি পান করবে; নাকি এর দ্বারা গোসল করবে?

তারা উত্তর দনে:

“العين শব্দটি عان يعين করিয়া থেকে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ কাউকে চোখ দিয়ে আক্রান্ত করা। এর উৎস হচ্ছে বদনজর প্রদানকারীর কোনো কিছুর প্রতি মুগ্ধতা থেকে। তারপর তার কু-আত্মার বিশেষ অবস্থা সেই জিনিসকে অনুসরণ করে এবং কু-আত্মা আক্রান্ত ব্যক্তির উপর বিষ প্রয়োগ করার জন্য দৃষ্টির সহযোগিতা নেয়। আল্লাহ তা’আলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিংসুক থেকে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ “আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।”[সূরা ফালাক: ৫] সুতরাং প্রত্যেক বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তি হিংসুক; কিন্তু প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তিই বদনজর দেয় না। যেহেতু ‘হিংসুক’ শব্দটি ‘বদনজর প্রদানকারী’ শব্দের তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক তাই হিংসুক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা কার্যতঃ বদনজর প্রদানকারী থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা। বদনজর হচ্ছে এমন কিছু তীর যা হিংসুক ও বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তির আত্মা থেকে হিংসা ও বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষ্যপানে ছুটে আসে; কিন্তু তীরগুলো কখনো বিদ্ধ করে, আবার কখনো বিদ্ধ করতে পারে না। যদি তাকে প্রতিরক্ষা বিহীন অবস্থায় পায় তাহলে তার উপর আঘাত হানে। আর যদি তাকে সতর্ক ও অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় পায়, তাকে তীরে বিদ্ধ করার কোনো স্থান না থাকে, তখন তার উপর আঘাত হানতে পারে না। বরং এমনও হয় যে তীরটিকে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়।[যাদুল মা’আদ থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

বদনজর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদনজর থেকে রুকইয়া করার নির্দেশ দিতেন।” এছাড়া মুসলিম, আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বদনজরের প্রতিক্রিয়া সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদীর তথা ভাগ্যকে ছাড়িয়ে যেত, তাহলে বদনজর ছাড়িয়ে যেত। যদি তোমাদেরকে (বদনজর সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে) গোসল করতে বলা হয় তাহলে তোমরা গোসল করবে।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী ‘সিলসিলাহ সহীহা’তে (১২৫১) বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন]

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (২০৫৯) বর্ণনা করেন এবং সহিহ বলে গণ্য করেন: আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! জাফরের সন্তানরা বেশি বেশি বদনজরে আক্রান্ত হয়, আমরা কি তাদেরকে রুকইয়া করাব?’ তিনি বলেন: “হ্যাঁ, কারণ কোনো কিছু যদি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত তাহলে সেটি হলো বদনজর।”[শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তিরমিযী’ গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

আবু দাউদ বর্ণনা করেন: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: “বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হত যেন সে অযু করে এবং সেই পানি দিয়ে বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করে।”[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

ইমাম আহমদ (১৫৫৫০), মালেক (১৮১১), নাসাঈ ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন: শাইখ আলবানী ‘মিশকাত’ (৪৫৬২) গ্রন্থে

সহীহ বলে গণ্য করেন: সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। তার সাথে সাহল ইবনে হানীফও যাত্রা করলেন। জুহফার নিকটবর্তী আল-খার্‌রার নামক স্থানে তারা পৌঁছানোর পরে সাহল ইবনে হানীফ গোসল করলেন। তিনি শুভ্র বর্ণের এবং সুন্দর গড়ন ও চামড়ার মানুষ ছিলেন। তখন আদী ইবনে কাব গোত্রের এক লোক 'আমের ইবনে রাবীয়া' তাকে গোসল করতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন: "আজকের মতো (এত সুন্দর) চামড়া আমি কোন কুমারী মেয়েরও দেখিনি।" আমের কথাটা বলার সাথে সাথে সাহল সেখানে লুটিয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলা হল: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সাহল ইবনে হানীফের ব্যাপারে কিছু জানেছেন? আল্লাহর কসম! সে তো মাথা তুলতে পারছে না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা কি এ ব্যাপারে কাউকে অভিযুক্ত করো?" তারা বলল: 'হ্যাঁ, আমের ইবনে রাবীয়া তার দিকে বদনজর দিয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমের ইবনে রাবীয়াকে ডেকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন: "কোন কারণে তোমাদের কেউ নিজের মুসলমান ভাইকে হত্যা করে? তুমি কোন কিছু দেখে অভিভূত হলে কেন তুমি বরকতের দোয়া কর না (বারাকাল্লাহু ফিকি- আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন)? এরপর তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন: 'তুমি তার জন্য গোসল করবে'। তখন আমের তার চেহারা, হাত, হাতের কনুই, হাঁটু, পায়ের আঙ্গুল এবং লুঙ্গির অভ্যন্তরের দেহাংশ ধৌত করে ঐ পানি একটি পাত্রে জমা করল। তারপর সেই পানি সাহলের দেহে ঢেলে দিবে। কেউ একজন পেছন থেকে তার মাথার উপর ও পিঠের উপর ঢেলে দিবে। এরপর পাত্রটি উল্টো করে তার পেছনে রেখে দিবে। এভাবেই করা হলো। তখন সাহল সবার সাথে এমনভাবে যাত্রা করলেন; যেন তার কোন সমস্যাই নাই।

উপর্যুক্ত হাদীসগুলোসহ অন্যান্য হাদীস এবং দৃশ্যমান বাস্তবতার কারণে অধিকাংশ আলেম বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করেন।

অন্যদিকে আপনি যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: 'কবরে থাকা মানুষদের এক-তৃতীয়াংশ বদনজরের কারণে' এ হাদিস সহিহ কিনা তা আমরা জানি না। তবে নাইলুল আওত্বার গ্রন্থের প্রণেতা উল্লেখ করেছেন: বায্যার হাসান সনদে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার পরে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে কারণে মানুষ মারা যায় সেটি হচ্ছে আত্মাগুলোর প্রভাবে। অর্থাৎ বদনজরের প্রভাবে।"

একজন মুসলিমের করণীয় হলো নিজেকে উদ্যত জীন শয়তান ও মানুষ শয়তান থেকে রক্ষা করা। আর তা হবে আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান, তাঁর উপর নির্ভরতা, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিসে বর্ণিত তাউজগুলো (আশ্রয় প্রার্থনার দোয়াগুলো) পড়া ও তাঁর দরবারে কাকুতি-মিনতি করার মাধ্যমে, বেশি বেশি সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ইখলাস, সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী পড়ার মাধ্যমে। কিছু তাউজ বা আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“আমি আল্লাহর পূর্ণ কালমোসমূহরে মাধ্যমে তাঁর অনষ্টিকর সকল সৃষ্টি থকেে আশ্রয় চাই।”

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

“আমি আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থকেে, তাঁর বান্দাগণরে অনষ্টি থকেে, শয়তানদরে প্ররোচনা হতে এবং আমার কাছে শয়তানরে আগমন থকেে আল্লাহর পূর্ণ কালমোসমূহরে মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

আল্লাহর বাণী:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“আমার জন্য আল্লাহই যথষ্টে। তনিি ছাড়া আর কোনো ইলাহ সত্য নয়। আমি তাঁর উপরই নর্িভর করি। তনিিই মহান আরশরে মালকি।” এ ধরণরে শরয়িতে অনুমোদতি অন্যান্য দোয়া। উত্তররে প্রথম অংশে ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহুর উদ্ধৃত কথার মর্মার্থ এটাই।

যদি জানা যায় যে কোনো নর্িদষ্টি মানুষ তাকে আক্রান্ত করছে অথবা ঐ ব্যক্তরি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সন্দহে সৃষ্টি হয় তাহলে বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তকিে তার ভাইয়রে জন্য গোসল করার নর্িদশে প্রদান করা হবে। গোসলরে পদ্ধতি হলো: তার জন্য একটি পানি-ভর্তি পাত্র আনা হবে। সে পানরি ভতেরে হাতরে কব্জদ্বিয় ঢুকয়িে কুলি করবে। তারপর কুলরি পানি পাত্রে ফলেবে। ঐ পাত্ররে ভতেরে তার চহোরা ধৌত করবে। এরপর তার বাম হাত পানতিে ঢুকয়িে ঐ পাত্ররে ভতেরে তার ডান হাঁটুর উপর পানি ঢালবে। এরপর তার ডান হাত পানতিে ঢুকয়িে বাম হাঁটুর উপর পানি ঢালবে। তারপর লুঙ্গি ধৌত করবে। অতঃপর সইে পানি বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তরি পছেন থকেে তার মাথার উপর একবারে ঢলেে দবিে। ইন শা আল্লাহ, তখন সে সুস্থ হয়ে যাবে।”[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ ললি-বুহূসলি ইলময়িযাহ ওয়াল-ইফতা (১/১৮৬)]

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালহি আল-উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

‘মানুষ কি বদনজরে আক্রান্ত হয়? এর চকিৎিসা কী? এর থকেে সতর্ক থাকা কি তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী?’

তনিি উত্তর দনে:

‘বদনজররে ব্যাপারে আমাদরে অভমিত হচ্ছে: শরীয়ত ও ইন্দ্রয়িরে মাধ্যমে বদনজর প্রমাণতি সত্য। আল্লাহ তা’আলা বলনে: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ “কাফরেরা তাদরে দৃষ্টি দয়িে তোমাকে স্খলতি করার উপক্রম করে (অর্থাৎ তোমার দকিে এমন বদ্বিষেপূর্ণ দৃষ্টতিে তাকায় যে পারলে তোমাকে আছাড় দয়িে ফলেে দয়ে)।”[সূরা কলম: ৫১] ইবনে আব্বাস ও অন্যান্যরা এই আয়াতরে তাফসীরে বলনে: অর্থাৎ তারা তোমার প্রতি বদনজর দয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “বদনজর সত্য। কোনো কছিু যদি ভাগ্যকে অতক্রিম করত তাহলে বদনজর তা করত। তোমাদরেকে (বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তকিে) গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে।”[হাদীসটি মুসলমি বর্ণনা করনে] এছাড়া আরো বর্ণতি হয়ছে নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ থকেে বর্ণতি হাদীস যখোনে উল্লখে আছ: আমরে ইবনে রাবীয়া সাহল ইবনে হানীফকে গোসলরত অবস্থায় অতক্রিম করছলিনে।... এরপর তনিি পূর্ণ হাদীস উল্লখে করনে।

এবং বাস্তবতা বদনজর সত্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষী; বদনজরকে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়।

বদনজররে চকিৎিসা

বদনজরে আক্রান্ত হলে শরয়ী চকিৎিসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সগেুলো হচ্ছ:

১. রুকইয়া করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “কবেল বদনজর অথবা বষিাক্ত প্রাণীর দংশন থাকলইে ঝাড়ফুঁক দওেয়া চল।ে”[হাদীসটি তিরমিযী (২০৫৭) ও আবু দাউদ (৩৮৮৪) বর্ণনা করনে] জবিরীল আলাইহসি সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলে রুকইয়া করতনে:

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ

“আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি: এমন সকল কছিু থকেে যা আপনাকে কষ্ট দয়ে, সকল আত্মা ও হংিসুক চক্ষুর অনষ্টি থকেে, আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্ত করুন। আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।”

২. গোসল চাওয়া। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরে ইবনে রবীয়াকে পূর্বোক্ত হাদীসে নর্দিশে দয়িছেলিনে। তারপর বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তরি উপরে ঢলেে দতিে হবে।

তবে বদনজর প্রদানকারীর পশোব-পায়খানা থকেে কছিু গ্রহণ করা ভত্তিহীন। অনুরূপভাবে তার সাথে সংশ্লষ্টি কোনো কছিু গ্রহণ করাও ভত্তিহীন। বরং হাদসিে উদ্ধৃত হয়ছে যা ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে, যথা: তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লুঙ্গরি অভ্যন্তররে অংশ ধৌত করার মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি। সম্ভবতঃ তার মাথার রুমাল, টুপি ও জামার ভতেররে অংশরে ব্যাপারওে একই বধিান প্রযোজ্য হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বদনজর থকেে সুরক্ষার উপায়

পূর্ব থকেইে বদনজর থকেে সতর্ক থাকতে কোনো সমস্যা নইে। এটি তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী তো নয়ই; বরং এটইি তাওয়াক্কুল। কারণ তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহর উপর নর্ভির করার পাশাপাশি তনিি যে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা বধৈ করছেনে কংিবা গ্রহণরে আদশে করছেনে সগেুলো গ্রহণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে হাসান-

হাসোইনরে জন্য (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতনে:

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

“আমি তোমাদরে দুজনকে আল্লাহর পরপিূর্ণ কালমোসমূহরে আশ্রয়ে নচ্ছি; যাবতীয় শয়তান ও বষিধর জন্তু থকেে এবং যাবতীয় ক্ষতকির চক্ষু (বদনজর) থকেে।”[হাদীসটি তরিমযিী (২০৬০) ও আবু দাউদ (৪৭৩৭) বর্ণনা করনে]

তনিি আরো বলতনে: “তোমাদরে পতিা (ইব্রাহীম আলাইহসি সালাম) এই কালমোর দ্বারা তার সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতনে।”[হাদীসটি বুখারী (৩৩৭১) বর্ণনা করনে][ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (২/১১৭,১১৮) থকেে সমাপ্ত]

আরো দখেুন (10543) ও (125543) নং প্রশ্ন দুটরি উত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।